পরিশিষ্ট-ক

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
website:www.jb.com.bd

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১
ফোন-০২-৯৫১১০০০৬/০২-৯৫৫৮৭০৩

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৮৪৫/২০১৮

তারিখ ঃ ২৩.১০.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
০৮ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট /বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/ এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয়ঃ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

প্রিয় মহোদয়,

সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-১,বাজেট অধিশাখা-২ কর্তৃক পরিপত্র নং-০৭.০০.০০০০.১০২.০০২.০০১.২০১৮-৪২৫, তারিখ-৩০ জুলাই,২০১৮ খ্রিঃ/১৫ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঃ জারী করা হয়।

পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ যথা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে মনোনীত করা হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MoU) মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে অর্থ বিভাগের সভা কক্ষে গত ২৫.০৯.২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সিইও এন্ড এমডি মহোদয় কর্তৃক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করা হয়। গত ১৭.১০.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৫৪২ তম সভায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।

১.০। ঋণ কর্মসূচীর নাম ঃ

'সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৮।'

২.০। ঋণের উদ্দেশ্য ঃ

সরকারি কর্মচারীদের বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক ঋণ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণ।

৩.০। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী ঃ

সরকারী কর্মচারী অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী (বেসামরিক/সামরিক) এই নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন। রাষ্ট্রায়ত্ব ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, পৃথক বা বিশেষ আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীগণ এ নীতিমালার আওতাভূক্ত বলে গণ্য হবে না;

৩.১। ঋণগ্রহিতা অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয়সমূহে কর্মরত সরকারি কর্মচারী যারা এই নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন;

৪.০। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

(ক) গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের জন্য আবেদনকারী সরকারি কর্মচারীর চাকুরী স্থায়ী হতে হবে।

(খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৫৬ (ছাপান্ন) বছর।

(গ) কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রজু এবং দুর্নীতি মামলার ক্ষেত্রে চার্জশীট দাখিল হলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) সরকারি চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কোন কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

বিষয়ঃ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

৫.০। ঋণ প্রাপ্তির শর্তঃ

(ক) এ নীতিমালার আওতায় একজন সরকারি কর্মচারী দেশের যে কোন এলাকায় গৃহনির্মাণ, জমিসহ তৈরী বাড়ী ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) গৃহ নির্মাণ, জমিসহ তৈরী বাড়ী ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভবনের নকশা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(গ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে।

(ঘ) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত শাখায় আবেদনকারীর একটি হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন/ভাতা/পেনশন এবং গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(ঙ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণকৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ তৈরী ফ্ল্যাটের' শর্ত শিথিল করা যাবে।

৬.০। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ

৬.১ ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ ঃ

৬.১.১ গ্রাহক নির্বাচনঃ

ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক এই নীতিমালায় অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-৫ এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং সরকার নির্ধারিত সিলিং (অনুচ্ছেদ নং-৬.১.২.৭) অনুসরণে ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চুড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

৬.১.২ **ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়াকরণ ঃ**

৬.১.২.৩ সরকারী কর্মচারী ও ব্যাংক এর পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক যে কোন শাখা অফিস হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, অত্র ব্যাংকের "একক গৃহ নির্মাণ ঋণ ও এপার্টমেন্ট ক্রয় ঋণ" সংক্রান্ত নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি-৬২/০৮, তারিখ-৩০.০৭.২০০৮ অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যথাযথ পদ্ধতি (Due diligence) অনুসরণ করে সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করবে। তবে, সরকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রি-পক্ষীয় ডিডের মাধ্যমে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে।

৬.১.২.৪ ঋণ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ব্যাংক সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের চুড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তত করবে।

৬.১.২.৫ সরকারী কর্মচারী উক্ত সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের চুড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মঞ্জুরীপত্র জারী করার জন্য অর্থ বিভাগে আবেদন প্রেরণ করবে।

৬.১.২.৬ অর্থ বিভাগ উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের চুড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক সরকারী মঞ্জুরীর আদেশ জারী করবে। অর্থ বিভাগ এরূপ প্রক্রিয়া ই-নথিতে সম্পন্নপূর্বক ই-সাইনের মাধ্যমে মঞ্জুরী আদেশ দ্রুততার সাথে জারী করবে।

৬.১.২.৭ **সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং ঃ**

ক্রমিক নং	বেতন গ্রেড/স্কেল	ঢাকা মহানগরী/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
১	৫ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদুর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
২	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/ হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
৩	১৩তম গ্রেড হতে ১০তম গ্রেড (১১,০০০/ হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
৪	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/ হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
৫	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম (৮,২৫০/ হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

৬.১.২.৮ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপরোক্ত সর্বোচ্চ সিলিং ও ব্যাংকের due diligence-এর মাধ্যমে নিরূপিত পরিমাণ-এ দু'য়ের মধ্যে যা কম সে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। তবে সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিসহ তৈরী বাড়ি ক্রয় এবং ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন ফি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬.১.২.৯ ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট (Debt) ইক্যুইটি রেশিও হবে ৯০:১০।

বিষয়ঃ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

৭.০ ঋণের সুদের হারঃ

৭.১ সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ১০%। এটি হবে সরল সুদ এবং সুদের উপর কোন সুদ আদায় করা হবে না। ঋণগ্রহিতা কর্মচারী ব্যাংক রেটের সমহারে (বর্তমানে যা ৫%) সুদ পরিশোধ করবে।

৭.২ সুদের অবশিষ্ট অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করবে।

৭.৩ সরকার সময়ে সময়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক সুদের উপরোক্ত হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। তবে পুনঃনির্ধারিত অনুরূপ সুদের হার কেবল মাত্র নতুন ঋণগ্রহিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৮.০ ফি ঃ

ঋণগ্রহীতাকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি অথবা আগাম ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হবেনা।

৯.০ সম্পত্তি বন্ধকীকরণ ঃ

৯.১ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের পূর্বে যে সম্পত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে তা ব্যাংকের নিকট রেজিস্ট্রার্ড দলিলমূলে বন্ধক প্রদান করতে হবে।

৯.২ বাস্তুভিটাতে বাড়ী করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার মালিকানাধীন অপর কোন সম্পত্তি বন্ধক প্রদান করা যাবে।

১০.০ মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তি ঃ

১০.১ গৃহ নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ চারটি কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হবে, যা ব্যাংক এবং গ্রাহক পর্যায়ে চুড়ান্ত করা হবে। ব্যাংক শাখায় গ্রাহকের নামীয় নির্ধারিত হিসাবে ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হবে।

১০.২ সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরী বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ এক কিস্তিতে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।

১১.০ ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতি ঃ

১১.১ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের আসল,কর্মচারী প্রদেয় সুদ এবং ভর্তুকি বাবদ সরকার প্রদত্ত সুদ পৃথকভাবে প্রদর্শনপূর্বক ঋণ পরিশোধের সিডিউল প্রস্তুত করবে।

১১.২ ঋণগ্রহিতাগণকে ক্রমহ্রাসমান (Reducing balance) আসল টাকার উপর বার্ষিক ১০% সরল সুদে (৫% কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় এবং ৫% সরকার কর্তৃক ভর্তুকি হিসেবে প্রদেয়) ঋণ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সুদের উপর কোন সুদ আরোপ করা হবে না।

১১.৩ অনিবার্য কারণবশত মাসিক কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে, বিলম্বের জন্য আরোপযোগ্য সুদ শেষ কিস্তির সাথে যুক্ত হবে।

১২.০ ঋণের মেয়াদকাল ও আদায় পদ্ধতি ঃ

১২.১ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ঃ

১২.১.১ ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল হবে সর্বোচ্চ ২০ বছর।

১২.১.২ গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ঋণের অর্থ প্রাপ্তির এক (০১) বছর পর এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির ছয় (০৬) মাস পর ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হবে।

১২.২ ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় পদ্ধতিঃ

১২.২.১ ঋণগ্রহিতাকে অত্র ব্যাংকে তার মাসিক বেতনের হিসাব খুলতে হবে। ঋণ গ্রহিতার মাসিক বেতন/ভাতা (সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির অংশসহ) উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

১২.২.৩ ঋণের কিস্তি ঋণ গ্রহিতার বেতন হিসাব হতে ঋণের মেয়াদকাল পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে।

১২.২.৪ ঋণগ্রহিতার ব্যাংক হিসাব হতে প্রতি মাসে বেতন/ভাতা/ভর্তুকি জমা হওয়ার পর ঋণের কিস্তির টাকা প্রথমেই কর্তন করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ঋণগ্রহিতা কর্তৃক উত্তোলনযোগ্য হবে।

১২.২.৫ ঋণগ্রহিতা যদি অন্যত্র বদলী হয়ে যান তাহলে তাঁর সর্বশেষ বেতন সনদে গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে নতুন কর্মস্থলে তাঁর বর্তমান ব্যাংক হিসাব স্থানান্তর করে নিতে হবে।

১২.২.৬ ঋণগ্রহিতা অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে, ঋণ গ্রহিতা তাঁর পিআরএল সময়কাল পর্যন্ত সরকার প্রদত্ত সুদ বাবদ ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্য হবেন। অবসর গ্রহণের পর সরকার কোন ভর্তুকি প্রদান করবে না।

১২.২.৭ অবসর গ্রহণের পর ঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে (১০%) প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সর্ম্পকের ভিত্তিতে অবশিষ্ট ঋণ পুনঃগঠন (Re-arrange) করে নিতে পারবেন।

১২.২.৮ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পুনঃতফসিলকৃত ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণগ্রহিতার মাসিক পেনশনের টাকা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

বিষয়ঃ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

১৩.০ স্বেচ্ছায় অবসর, চাকুরিচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আদায় পদ্ধতিঃ

১৩.১ কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করলে অথবা সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান/চাকুরী হতে বরখাস্ত/চাকুরীচ্যুত করা হলে আদেশ জারীর তারিখ হতে ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে।

১৩.২ এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতাকে অত্র ব্যাংকের নিজস্ব পোর্টফলিও অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ প্রদান করতে হবে। অপরিশোধিত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পেনশন সুবিধা/আনুতোষিক হতে আদায় হবে।

১৪.০ ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু হলে আদায় পদ্ধতিঃ

১৪.১ কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে সেক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক পেনশন দ্বারা সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে (১০%) যতটুকু কিস্তি পরিশোধ করা যায় সে পরিমাণ আদায় সাপেক্ষে অবশিষ্ট ঋণের অংশ তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক হতে আদায়যোগ্য হবে।

১৪.২ যদি আনুতোষিক এবং প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয় তাহলে, তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট হতে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে অপরিশোধিত টাকা আদায়যোগ্য হবে।

১৪.৩ এক্ষেত্রে অপরিশোধিত পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম পরিপালনযোগ্য হবে।

১৫.০ সরকার কর্তৃক সুদ বাবদ ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতিঃ

১৫.১ এ নীতিমালায় সংযুক্ত মডেল সিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি ঋণ হিসাবে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে সুদ বাবদ প্রাপ্য মাসিক ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। অর্থ বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নামে জারীকৃত মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী উক্ত কর্মচারীর বেতন বিলের সাথে সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অংশ যুক্ত হবে।

১৫.২ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মাসিক বেতন/ভাতা ব্যাংক হিসাবে জমা হলে উক্ত হিসাব হতে ঋণের পূর্ণ কিস্তি আদায় করবে যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় আসল ও সুদ এবং সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি বাবদ সুদের অর্থ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

১৬.০ ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

১৬.১ গৃহ নির্মাণ ঋণের ভর্তুকি বাবদ সরকার সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ রাখবে।

১৬.২ ব্যাংক সরাসরি সরকারি কর্মচারীদের নিকট হতে ঋণের আবেদন অনলাইনে (Online) গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া (Due diligence) অনুসরণ পূর্বক বাছাই কার্য সম্পন্ন করবে। প্রাপ্ত আবেদনের ক্রমানুসারে ঋণ প্রদান করা হবে।

১৭.০ ঋণ মঞ্জরি ক্ষমতা ঃ

কর্মসূচীর নাম	জিএম (মাঠ পর্যায় সহ)	ডিএমডি	সিইও এন্ড এমডি
সরকারী কর্মচরীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ:	৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।	৬৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।	৬৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে

১৮.০ রিপোর্টিং ঃ

১৮.১ ব্যাংকের দৈনিক এ্যাফেয়ার্সের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান এর স্থিতি নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত কোড নাম্বর এ আলাদা আলাদা ভাবে প্রদর্শন করতে হবে-

Sl	JBSoft Code	Head of Accounts	MIS Code	Asset /Liability/Income /Expense
1	Government Employees House Building loan (GEHBL)	1220301026	104810435	Asset
2	Interest Receivable from GEHBL (Govt.)	1220502016	1071444	Asset
3	Interest on GEHBL	1230101056	2001E 2010026	Income

১৮.২ শাখা কর্তৃক বিতরনকৃত ঋণ ও আদায়ের অগ্রগতি বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১, প্রধান কার্যালয় বরাবর প্রেরন করতে হবে।

১৮.৩ রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১ কর্তৃক আলোচ্য ঋণের মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ আবদুল মোতালিব
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আব্দুল জব্বার
মহাব্যবস্থাপক

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৮৪৫/২০১৮
তারিখ ঃ ২৩.১০.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পরিশিষ্ট-খ

ছবি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
জনতা ভবন, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ঋণের আবেদন ফরম

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

২। পিতার নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৩। মাতার নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৪। স্বামীর/স্ত্রী'র নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৫। জন্ম তারিখ ঃ ....

৬। বর্তমান ঠিকানা (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৭। স্থায়ী ঠিকানা (বাংলায়) ঃ ....

....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

....

(ঠিকানা, ফোন নম্বর বা ই-মেইল পরিবর্তন হলে তা লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে)

৮। সেল ফোন নম্বর ঃ ....

৯। ল্যান্ড ফোন নম্বর ঃ অফিস : .... বাসা : ....

১০। E-mail Address ঃ ....

১১। জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ঃ ....

১২। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....

১৩। e-TIN নম্বর ঃ ....

১৪। চাকুরীর বিবরণ ঃ অফিসের নাম (ঠিকানাসহ) :

i) (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর) ....

ii) পদবী : ...., iii) জিপিএফ..........., iv) পরিচিতি নম্বর : ....

v) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ : ...., vi) বর্তমান পদে যোগদানের তারিখঃ ....

vii) অবসর গ্রহণের তারিখ : ....

viii) গ্রেড : ...., ix) বেতন স্কেল : ....

x) মূল বেতন : ...., xi) সর্বমোট বেতন (Gross pay) : ....

xii) আহরিত বেতন (Take home pay) : ....

১৫। বন্ধকের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির বিবরণ ঃ

জেলা : ....

থানা : ....

মৌজা : ....

(ক) বেসরকারি প্লট :

জে. এল. নং : ....

সি. এস. খতিয়ান নম্বর : ....

সি. এস. দাগ নম্বর : ....

এস. এ. খতিয়ান নম্বর : ....

এস. এ. দাগ নম্বর : ....

আর. এস/বি.এস/বি.আর.এস খতিয়ান নম্বর : ....
আর. এস/বি.এস/বি.আর.এস দাগ নম্বর : ....
খারিজি খতিয়ান নম্বর : ....
খারিজি দাগ নম্বর : ....
জমির পরিমাণ : ....

(খ) সরকারি প্লট :

ইজারাদাতা কর্তৃপক্ষ : ....
প্লট নম্বর : ....
রোড নম্বর : ....
ব্লক/সেকশন/সেক্টর নম্বর : ....
এস্টেটের অবস্থান : ....
জমির পরিমাণ : ....

(গ) জমির চৌহদ্দী (সরকারি/বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে) :

উত্তরে ...., দক্ষিণে ....
পূর্বে ...., পশ্চিমে ....

১৬। (ক) আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ .... (কথায়) ....টাকা।
(খ) পরিশোধ মেয়াদ .... বছর।

১৭। পরিবারের মোট সদস্য কতজন?

সদস্যগণের নাম	বয়স	সম্পর্ক
(১)		
(২)		
(৩)		
(৪)		

১৮। ইতোপূর্বে অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেছেন কি? গ্রহণ করে থাকলে নিম্নলিখিত বিবরণ দিন ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	গৃহীত টাকার পরিমাণ	সুদের হার	পরিশোধ মেয়াদ	গ্রহণের উদ্দেশ্য	ঋণের ব্যালেন্স	জামানতের তথ্য

১৯। আপনি অন্য কারো ঋণের জন্য এই ব্যাংক/কর্পোরেশনে জামিনদার আছেন কি? থাকলে নিম্নলিখিত বিবরণ দিন ঃ
(১) ঋণ কেইস নম্বর : ...., ঋণের পরিমাণ : ....
(২) সুদ হার : ...., পরিশোধ মেয়াদ : ....

২০। আপনার পরিবারের কোন সদস্য এই কর্পোরেশনের নিকট হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেছেন কি অথবা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কি? করে থাকলে নিম্নলিখিত বিবরণ দিন ঃ
(১) ঋণ কেইস নম্বর : ...., ঋণের পরিমাণ : ....
(২) আপনার সাথে সম্পর্ক : ....

২১। আপনি অন্য কোন তথ্য বা বিবরণ দিতে চাইলে তা এখানে লিপিবদ্ধ করুন ঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং সঠিক। আমি কোন কিছু গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৮৪৫/২০১৮ পরিশিষ্ট-গ
তারিখ ঃ ২৩.১০.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পাতা-১

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়

জনতা ভবন, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট ঋণের আবেদন ফরম

ছবি

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

২। পিতার নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৩। মাতার নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৪। স্বামীর/স্ত্রী'র নাম (বাংলায়) ঃ ....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

৫। জন্ম তারিখ ঃ ....

৬। বর্তমান ঠিকানা (বাংলায়) ঃ ....

....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

....

৭। স্থায়ী ঠিকানা (বাংলায়) ঃ ....

....

(ইংরেজীতে) ঃ ....

....

(ঠিকানা, ফোন নম্বর বা ই-মেইল পরিবর্তন হলে তা লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে)

৮। সেল ফোন নম্বর ঃ ....

৯। ল্যান্ড ফোন নম্বর ঃ অফিস : .... বাসা : ....

১০। E-mail Address ঃ ....

১১। জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ঃ ....

১২। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....

১৩। e-TIN নম্বর ঃ ....

১৪। চাকুরীর বিবরণ ঃ অফিসের নাম (ঠিকানাসহ) :

i) (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর) ....

ii) পদবী : ...., iii) জিপিএফ..........., iv) পরিচিতি নম্বর : ....

v) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ : ...., vi) বর্তমান পদে যোগদানের তারিখঃ ....

vii) অবসর গ্রহণের তারিখ : ....

viii) গ্রেড : ...., ix) বেতন স্কেল : ....

x) মূল বেতন : ...., xi) সর্বমোট বেতন (Gross pay) : ....

xii) আহরিত বেতন (Take home pay) : ....

১৫। প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট/ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এবং প্রকল্পের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ ....

....

১৬। ফ্ল্যাট ভবনের বিবরণ ঃ কত তলা : ...., ফ্ল্যাটের সংখ্যা : ....

১৭। প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটের পরিচিতি ঃ আয়তন : ...., কত তলার ফ্ল্যাটঃ ...., ফ্ল্যাট নম্বর : ....

১৮। বর্তমানে ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ কোন পর্যায়ে আছে ঃ ....

১৯। জমির মালিকানার ধরণ ঃ ....

২০। যে জমির উপর ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে তার তফসিল ঃ

জেলা.................................. থানা.............................

মৌজা..................................জে.এলনং.......................

সি.এস. খতিয়ান - .... সি.এস. দাগ নং ....

এস.এ খতিয়ান-................... এস. এ. দাগ নং ....

আর. এস. খতিয়ান - .... আর. এস. দাগ নং ....
বি.এস./বি.আর.এস খতিয়ান- .... বি. এস./বি.আর.এস. দাগ নং ....
নামজারী খতিয়ান- .... নামজারী দাগ নং ....
পৌর হোল্ডিং নম্বর (যদি থাকে) ....
জমির পরিমাণ- ....
সেক্টর/সেকশন নং .... ব্লক নং .... রোড নং................
প্লট নং......................... জমির পরিমাণ...................................... এলাকার নাম -..
ভবনের বর্তমান চৌহদ্দী ঃ উত্তরে ঃ .... দক্ষিণে ঃ.....................
পূর্বে ঃ.................. পশ্চিমে ঃ....................

২১। বন্ধক রাখার জন্য আনুপাতিক জমির পরিমাণ ঃ ....

২২। ফ্ল্যাটের মোট মূল্য ঃ ....

২৩। (ক) আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ .... (কথায়) ....টাকা।
(খ) পরিশোধ মেয়াদ .... বছর।

২৪। পরিবারের মোট সদস্য কতজন?

সদস্যগণের নাম	বয়স	সম্পর্ক
(১)		
(২)		
(৩)		
(৪)		

২৫। ইতোপূর্বে অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেছেন কি? গ্রহণ করে থাকলে নিম্নলিখিত বিবরণ দিন ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	গৃহীত টাকার পরিমাণ	সুদের হার	পরিশোধ মেয়াদ	গ্রহণের উদ্দেশ্য	ঋণের ব্যালেন্স	জামানতের তথ্য

২৬। আপনি অন্য কারো ঋণের জন্য এই ব্যাংক/কর্পোরেশনে জামিনদার আছেন কি? থাকলে নিম্নলিখিত বিবরণ দিন ঃ
(৩) ঋণ কেইস নম্বর : ...., ঋণের পরিমাণ : ....
(৪) সুদ হার : ...., পরিশোধ মেয়াদ : ....

২৭। আপনার পরিবারের কোন সদস্য এই কর্পোরেশনের নিকট হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেছেন কি অথবা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কি? করে থাকলে নিম্নলিখিত বিবরণ দিন ঃ
(১) ঋণ কেইস নম্বর : ...., ঋণের পরিমাণ : ....
(২) আপনার সাথে সম্পর্ক : ....

২৮। আপনি অন্য কোন তথ্য বা বিবরণ দিতে চাইলে তা এখানে লিপিবদ্ধ করুন ঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং সঠিক। আমি কোন কিছু গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৮৪৫/২০১৮
তারিখ ঃ ২৩.১০.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
জনতা ভবন, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

বাড়ি নির্মাণ ঋণের আবেদনের সংগে দাখিলতব্য দলিল ও কাগজপত্রের তালিকা ঃ

প্রাইভেট প্লটের ক্ষেত্রে ঃ

১. জমির মূল মালিকানা দলিল;
২. এস.এ./আর.এস. রেকর্ডিয় মালিক থেকে মালিকানা স্বত্বের প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক দলিল;
৩. সি.এস, এস.এ, আর.এস, বি.এস ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি জরিপ খতিয়ানের জাবেদা নকল;
৪. জেলা/সাব রেজিষ্ট্রী অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত ১২ (বার) বছরের নির্দায় সনদ (এন.ই.সি)।

সরকারী প্লটের ক্ষেত্রে ঃ

১. প্লটের বরাদ্দ পত্র;
২. দখলহস্তান্তর পত্র;
৩. মূল লীজ দলিল ও বায়া দলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৪. লীজ দাতা প্রতিষ্ঠান হতে বন্ধক অনুমতি পত্র।

অন্যান্য কাগজপত্র ঃ

১. নামজারী খতিয়ানের জাবেদা নকল, ডি.সি.আর, হাল সনের খাজনা রশিদ;
২. অনুমোদন পত্রসহ অনুমোদিত নকশা;
৩. প্লটের সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট;
৪. ইমারতের কাঠামো নকশা ও ভারবহন সনদ {৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত ভবনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের নির্ধারিত ছক মোতাবেক কমপক্ষে ৫ বছরের এবং ৭ (সাত) ও তদুর্ধ তলা ভবনের ক্ষেত্রে ১০ বছরের নির্মাণ ও ডিজাইন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকৌশল পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ভারবহন সনদ, সনদ প্রধানকারী প্রকৌশলীকে অবশ্যই ইনষ্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর সদস্য হতে হবে};
৫. ফ্ল্যাট বন্টনের রেজিস্ট্রিকৃত শরিকানা চুক্তিপত্র দলিল (গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে);
৬. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি, বেতন সনদ পত্র, সত্যায়িত ছবি ও স্বাক্ষর;
৭. নকশা মোতাবেক বাড়ী নির্মাণ ও অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ নাই মর্মে ষ্ট্যাম্প পেপারে ঘোষনাপত্র।

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৮৪৫/২০১৮ | পরিশিষ্ট-ঙ
তারিখ ঃ ২৩.১০.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ | পাতা-১

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়

জনতা ভবন, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্ল্যাট ঋণের আবেদনের সংগে দাখিলতব্য দলিল ও কাগজপত্রের তালিকা ঃ

প্রাইভেট প্লটের ক্ষেত্রে ঃ

১. জমির মূল মালিকানা দলিল;
২. এস.এ./আর.এস. রেকর্ডিয় মালিক থেকে মালিকানা স্বত্বের প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক দলিল;
৩. সি.এস, এস.এ, আর.এস, বি.এস ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি জরিপ খতিয়ানের জাবেদা নকল;
৪. জেলা/সাব রেজিষ্ট্রী অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত ১২ (বার) বছরের নির্দায় সনদ (এন.ই.সি);
৫. ফ্ল্যাট ক্রয়ের রেজিস্ট্রিকৃত বায়না চুক্তি;
৬. ফ্ল্যাটের মালিকানা দলিল (বন্ধক প্রদানের পূর্বে)।

সরকারি/লীজ প্রাপ্ত প্লটের ক্ষেত্রে ঃ

১. প্লটের বরাদ্দ পত্রে ফটোকপি;
২. দখল হস্তান্তর পত্রের ফটোকপি;
৩. মূল লীজ দলিল ও বায়া দলিলের ফটোকপি;
৪. লীজ দাতা প্রতিষ্ঠান হতে বন্ধক অনুমতি পত্র;
৫. ফ্ল্যাট ক্রয়ের রেজিস্ট্রিকৃত বায়না চুক্তি;
৬. ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র;
৭. ফ্ল্যাটের মালিকানা দলিল (বন্ধক প্রদানের পূর্বে)।

অন্যান্য কাগজপত্র ঃ

১. নামজারী খতিয়ানের জাবেদা নকল, ডি.সি.আর, হাল সনের খাজনা রশিদ;
২. জমির মালিক কর্তৃক ডেভেলপারকে প্রদত্ত রেজিস্ট্রিকৃত আম মোক্তার নামা দলিল;
৩. জমির মালিক এবং ডেভেলপার এর সাথে রেজিস্ট্রিকৃত ফ্ল্যাট বন্টনের চুক্তিপত্র;
৪. অনুমোদন পত্রসহ অনুমোদিত নকশার ফটোকপি;
৫. প্লটের সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট এর ফটোকপি;
৬. ইমারতের কাঠামো নকশার ফটোকপি ও ভারবহন সনদ {৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত ভবনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের নির্ধারিত ছক মোতাবেক কমপক্ষে ৫ বছরের এবং ৭ (সাত) ও তদুর্ধ তলা ভবনের ক্ষেত্রে ১০ বছরের নির্মাণ ও ডিজাইন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/প্রকৌশল পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ভারবহন সনদ, সনদ প্রধানকারী প্রকৌশলীকে অবশ্যই ইনষ্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর সদস্য হতে হবে};
৭. ডেভেলপার কোম্পানীর সংঘ স্বারক, সংঘবিধি ও রিহ্যাব এর নিবন্ধন সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি;
৮. ডিজাইন মোতাবেক কাজ করার ব্যাপারে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আন্ডারটেকিং;
৯. অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ নাই মর্মে ডেভেলপার কর্তৃক ষ্ট্যাম্প পেপারে ঘোষনাপত্র;
১০. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি, বেতন সনদ পত্র, সত্যায়িত ছবি ও স্বাক্ষর।